বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার অনুশীলন পাঠ- প্রথম পর্ব শিক্ষাবর্ষ- ২০১৯ - ২০২০

বাংলা দ্বিতীয় পত্র। বিষয়: বাক্যতত্ত্ব

প্রিয় শিক্ষার্থীরা,

আশা করছি বর্ষ সমাপনী পরীক্ষার জন্য গত পর্বে দেয়া পাঠ যথাযথভাবে অনুসরণ করেছো। করোনা জনিত বৈশ্বিক বিপর্যয়েও তথ্য প্রযুক্তির সুবাদে আমরা বিচ্ছিন্ন নই। অনাকাঙ্ক্ষিত স্থবিরতার মধ্যেও আমরা পড়াশোনা চালিয়ে যাবো। আসন্ন প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনের জন্য তোমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই তোমাদের জন্য আয়োজন করেছি অনুশীলন পাঠ। আজকের আলোচ্য বিষয় বাক্য।

প্রথম ক্লাস এর শিখনফল

- বাক্যের ধারণা জানাতে ও সংজ্ঞা লিখতে পারবে।
- সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
- বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্পর্কে বলতে পারবে।

যে অর্থবোধক শব্দ সমষ্টির মাধ্যমে মানুষ মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে সেই শব্দ সমষ্টিকে বাক্য বলে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, ' একটি সম্পূর্ণ মনোভাব যে সমস্ত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাদের সমষ্টিকে বাক্য বলে। যেমন --- আমার পিতা এককালে গরিব ছিলেন। ('অপরিচিতা' গল্পের একটি উদ্ধৃতি)। এই বাক্যে --আমার পিতা এককালে গরিব ছিলেন --এখানে পাঁচটি শব্দের সমষ্টি মনের ভাব প্রকাশ করেছে। অতএব এই শব্দ সমষ্টিকে বাক্য বলা যায়। **প্রশ্ন: বাক্য কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখো।**

একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকে। ১. আকাঙ্ক্ষা ২. আসত্তি ৩. যোগ্যতা

আকাঙ্ক্ষা : বাক্যে একটি পদ শোনার পরে পরবর্তী পদটি শোনার যে ইচ্ছা বা আগ্রহ তাকেই বাক্যের আকাঙ্ক্ষা গুণ বলে। যেমন যদি বলা হয়--একদিন কি সুন্দর --তবে পরবর্তী পদ বা শব্দটি গুলো শোনার আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার এটিকে বাক্য বলা যাবে না। কিন্তু একদিন কি সুন্দর দিন কাটাতাম বললে বাক্যের আকাঙ্ক্ষা গুণ পূর্ণ হয় এবং বাক্যটিও সার্থক বাক্য হয়।

আসত্তি : বাক্যের সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসকেই আসত্তি বলে। যদি বলা হয়-- আমি নিচে আকশের নীল দাঁড়িয়ে আছি। এই বাক্যে পদগুলোর শৃঙ্খলা গুণ নেই বলে বাক্যের ভাব বোধগম্য হয় নি। আসত্তি গুণ মানলে বাক্যটি হবে -- আমি নীল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছি।

যোগ্যতা : বাক্যের পদগুলোর অর্থগত ও ভাবগত সামঞ্জস্য বা মিলকে বাক্যের যোগ্যতা বলে। যেমন যদি বলা হয় -- গরু আকাশে চরে বললে বাক্যের অর্থ ও ভাব দুটোই রক্ষা হয় না। অর্থ ও ভাব সঙ্গতি রাখতে বাক্যটি হবে গরু মাঠে চরে।

উত্তরপত্রে এই অংশে যে ভুল গুলোর কারণে নম্বর কমে যায় সে গুলো জেনে নাও---

ভুল	শুদ্ধ
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
আসক্তি	আসত্তি
জোগ্যতা	যোগ্যতা

প্রশ্ন: বাক্যের গুণ কয়টি? উদাহরণসহ বাক্যের গুণ গুলো আলোচনা করো।

বাক্যের দুটি অংশ: ১. উদ্দেশ্য ২. বিধেয়

বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দশ্য বলে এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তাকে বিধেয় বলে। যেমন---

উদ্দেশ্য	বিধেয়
পাখি	আকাশে উড়ে

প্রশ্ন : বাক্যের অংশ কয়টি ও কী কী? উদাহরণ সহ আলোচনা করো

মুহাম্মদ আবদুল মোমেন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ।

মুঠোফোন নম্বর ০১৭১১৩১৮৮৪৪

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা অনুশীলন পাঠ - প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় ক্লাস

অধ্যায়: বাক্য তত্ত্ব। আলোচ্য বিষয় : বাক্যের শ্রেণিবিভাগ।

শিখনফল : ১. বাক্যের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জানবে

২. বাক্যের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ জানবে ও লিখতে পারবে।

৩. বাক্যের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ বুঝবে ও লিখতে পারবে।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ প্রধানত দুই প্রকার।
ক. গঠনগত দিক থেকে,। খ. অর্থের দিক থাকে।

বাক্যের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ : গঠনগত দিক থেকে বাক্য তিন প্রকার :

ক. সরল বাক্য, খ. জটিল বাক্য, গ. যৌগিক বাক্য।

ক.সরল বাক্য : যে বাক্যে একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন :

উদ্দেশ্য	বিধেয়
আমি	সাম্যের গান গাই।
রুমি ও সুমি	গান করে।

লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য সমূহ : # উদ্দেশ্য অংশে এক বা একাধিক কর্তা থাকতে পারে।

বিধেয় অংশে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে। # একটি বিধেয় দিয়ে বক্তব্যের সমাপ্তি হবে।

খ. জটিল বাক্য : একাধিক খণ্ডবাক্য মিলে যখন পরস্পর সাপেক্ষে ভাব প্রকাশ করে একটি বাক্য গঠন করে তাকে জটিল বাক্য বলে। এই খণ্ডবাক্য গুলোর মধ্যে যেটিতে বাক্যের প্রসঙ্গ শুরু হয় তাকে বলে আশ্রিত খণ্ডবাক্য এবং যেটিতে প্রসঙ্গের সমাপ্তি হয় তাকে প্রধান খণ্ডবাক্য বলে। যেমন - ১. যদি পড়াশোনা কর, তবে পরীক্ষায় ভালো করবে। ২. যদিও আকাশে মেঘ জমেছ, তথাপি বৃষ্টি নেই। এখানে আশ্রিত খণ্ডবাক্য ও প্রধান খণ্ডবাক্য গুলো দেখে নেয়া যাক -------

আশ্রিত খণ্ডবাক্য	প্রধান খণ্ডবাক্য
যদি পড়াশোনা কর	তবে পরীক্ষায় ভালো করবে
যদিও আকাশে মেঘ জমেছে	তথাপি বৃষ্টি নেই

আরও লক্ষ্যণীয়: বাক্যে যেটি, সেটি /যা, তা,/ যেটি, সেটি / যখন,তখন / যদি, তবে/ -- এ ধরণের সাপেক্ষ বাচক শব্দ থাকবে। অথবা দুটি সাপেক্ষ বাক্যের মাঝে বিরাম চিহ্ন থাকতে পারে। যেমন- আমি চাই যে, তুমি ফিরে এসো।

গ.যৌগিক বাক্য: দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য যোজক দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন -

#লোকটি অতিশয় গরিব কিন্তু তিনি মানুষের বিপদে পাশে থাকেন।
তাকে যত দেবে, তত নেবে অথচ তার কোন কৃতজ্ঞতা নেই।

উপরে প্রথম উদাহরণটি সরল বাক্য + সরল বাক্য। দ্বিতীয় উদহরণটি জটিল বাক্য + সরল বাক্য। আর যৌগিক বাক্য দুটিতে কিন্তু ও অথচ হলো যোজক।

লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য : বাক্যের মধ্যে ও, এবং, আর, কিন্তু, তবু, অথচ, সুতরাং জাতীয় পদ (যোজক গুলো) সংযোজক হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

প্রশ্ন: গঠনগতভাবে বাক্যের প্রকারভেদ উদাহরণসহ আলোচনা করো।

বাক্যের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ: অর্থ বা ভাব প্রকাশের ভিত্তিতে বাক্য পাঁচ প্রকার।
১. বর্ণনামূলক বাক্য : যে বাক্যে সাধারণ বর্ণনা বা বিবৃতি প্রকাশ পায় তাকে বর্ণনামূলক বাক্য বলে। যেমন- নীল আকাশে সাদা মেঘ উড়ে। বর্ণনামূলক দুই প্রকার। ক.অস্তিবাচক বা হ্যাঁ বোধক যেমন- আমি নিয়মিত ভোরে ঘুম থেকে উঠি খ. নেতি বাচক বা না বোধক। যেমন- আমি নিয়মিত ভোরে ঘুম থেকে না উঠে থাকি না।

২. প্রশ্ন সূচক বাক্য : যে বাক্যে কোন কিছু জানতে চাওয়া হয়ে, তাকে প্রশ্নসূচক বাক্য বলে। যেমন - তুমি কী সব কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর পড়েছো?

৩. ইচ্ছাসূচক বাক্য : যে বাক্যে মনের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়, তাকে ইচ্ছাসূচক বাক্য বলে। যেমন - নিরাপদ হোক প্রতিটি জীবন। তোমার জীবন আলোকিত হোক।

৪. আজ্ঞাসূচক বাক্য : যে বাক্যে আদেশ, নিষেধ, আবেদন, অনুরোধ, উপদেশ বোঝায় তাকে আজ্ঞাসূচক বাক্য বলে। যেমন - অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াও।

৫. বিস্ময় বা আবেগসূচক বাক্য : যে বাক্যে মনের বিস্ময় বা আবেগ প্রকাশ পায়, তাকে বিস্ময় বা আবেগসূচক বাক্য বলে। যেমন - আহা! লোকটির সর্বনাশ হয়ে গেল।

প্রশ্ন : অর্থগতভাবে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

মুহাম্মদ আবদুল মোমেন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ।
পাঠ জিজ্ঞাসায় মুঠোফোনে যোগাযোগ - ০১৭১১৩১৮৮৪৪
সবার নিরাপদ ও সুস্থ জীবন কামনা করছি। পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা হবে বাক্য পরিবর্তন বিষয়ে।